ভক্তরক্ষক শ্রীনৃসিংহদেব

ডঃ মধুসূদন কৃষ্ণদাস

শ্রীবিষ্ণুর প্রধান দশ অবতারের মধ্যে শ্রীনৃসিংহদেব হলেন চতুর্থ অবতার। তিনি হলেন কল্প অবতার। ব্রহ্মার একদিন --অর্থাৎ একহাজার চর্তুযুগের সমান সময়কালকে কল্প বলা হয়। জড় জগতের হিসাবে এই সময়সীমা হলো ৪৩২ কোটি বছর। কৃষ্ণ হলেন পূর্ণরূপে পূর্ণ। তাঁর পর হলেন পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। এর পর হলেন ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব। ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব তাঁর ভক্তগণকে সংকট কালে সর্বপ্রকারে রক্ষা করেন। নীচে এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো।

১। ভক্ত প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার থেকে রক্ষা ঃ সত্যযুগে ভক্তিপথের চরম বিরোধী ছিল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু। ছোট ভাই হিরণ্যাক্ষকে শ্রীবিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করে বধ করায় হিরণ্যকশিপু চরম বিষ্ণু বিরোধী হয়ে পড়ে। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু একসময় ব্রহ্মার কাছ থেকে কিছু অদ্ভূত বর লাভ করে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল সহ দশদিক অধিকার করে দেবতাসহ বিষ্ণু ভক্তদের উপর চরম অত্যাচার আরম্ভ করে। তার এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেরা কোন প্রতিকার করতে পারবে না জেনে দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়। ভগবান তখন তাদেরকে জানাল যে হিরণ্যকশিপু যখন নিজের পুত্র মহাত্মা প্রহ্লাদকে হিংসা করে তাঁর উপর অত্যাচার করবে, তখনই দৈত্যরাজকে আমি বধ করবো।

অসুর কুলে জন্ম হলেও প্রহ্লাদ ছিলেন সর্বগুণের অধিকারী, সত্য প্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় এবং সবার প্রতি সমভাবাপন্ন। তিনি সর্বতোভাবে বিষ্ণুর প্রতি তাঁর মনপ্রাণ সমর্পন করেন। হিরণ্যকশিপু কর্তৃক নিযুক্ত দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের পুত্র যণ্ড এবং অমর্ক প্রহ্লাদকে নানা উপদেশ প্রদান করলেও বিষ্ণু ভক্তিতে তিনি অটল থাকেন। গুরুদের এবং হিরণ্যকশিপুকে বরং শ্রীবিষ্ণু মাহাত্ম্য সম্পর্কে প্রহ্লাদ কথা বলা শুরু করেন। এতে বিরক্ত হয়ে একসময় হিরণ্যকশিপু নিজ পুত্র প্রহ্লাদকে বিভিন্ন উপায়ে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ প্রতিবারই রক্ষা পেয়ে যান।

হোলিকা নামে হিরণ্যকশিপুর এক বোন ছিল। তার এমন একটি শাড়ী ছিল যা তাকে আগুন থেকে রক্ষা করতে পারতো। হিরণ্যকশিপুর নির্দেশে একদিন হোলিকা ঐ শাড়ী পড়ে প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে আগুনে ঝাপ দেয় যাতে প্রহ্লাদ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ সেবারও রক্ষা পান এবং হোলিকা নিজেই আগুনে পুড়ে মারা যায়।

কোন মতেই বিষ্ণুভক্তি থেকে বিচ্যুত করতে না পেরে একদিন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করেন,-- ওরে প্রহ্লাদ! তোর বিষ্ণু কোথায় থাকেন? উত্তরে প্রহ্লাদ বলেন, তিনি সব জায়গায় এবং সব কিছুর মধ্যেই বিরাজ করেন। হিরণ্যকশিপু তখন একটি স্তম্ভ দেখিয়ে বলে যে এর মধ্যেও কি তিনি আছেন? প্রহ্লাদ বললেন, হ্যাঁ। তখন হিরণ্যকশিপু রেগে বলে,-- আমি তোর বিষ্ণুকে হত্যা করবো। এই বলে সে ঐ স্তম্ভে আঘাত করে। সেই সময় ভক্তের কথা রক্ষার জন্য শ্রীবিষ্ণু ঐ স্তম্ভ থেকেই ঘোর গর্জন এবং বজ্রের মতো শব্দ করে শ্রীনৃসিংহরূপে আবির্ভূত হন। বিড়াল যেমন ইদুরকে নিয়ে খেলা করে সেই ধরনের যুদ্ধ করে এক সময় শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্য কশিপুকে তাঁর ঊরুতে রেখে হাতের বলিষ্ঠ নখের আঘাতে তার শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এভাবে শ্রীনৃসিংহদেব তাঁর পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করার পাশাপাশি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করেন।

২। বশিষ্ঠ মুনিকে সুরক্ষা প্রদান ঃ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভাই হিরণ্যাক্ষের এক পুত্র ছিল। তার নাম

রক্তবিলোচন। একসময় গোদাবরী নদীর তীরে রক্ত বিলোচন দশ হাজার বছর তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কৃপা লাভ করেন। রক্ত বিলোচনের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব তার সামনে উপস্থিত হন এবং বলেন সে যে বরই চাইবে তাই তাকে প্রদান করা হবে। শিবের এই উদারতার সুযোগ নিয়ে রক্তবিলোচন এক অদ্ভুত বর চায়। সে এই বর চায় যে, যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও তার শরীর থেকে রক্তপাত হলে যত সংখ্যক ধূলিকণা ভিজে যাবে ভূমি থেকে যেন ঐ সময়ই তত সংখ্যক তার মতো শক্তিশালী অসুর উৎপন্ন হয়ে যুদ্ধে তাকে সহযোগিতা করতে পারে। আর যুদ্ধশেষে ঐ সব অসুররা যেন তার মধ্যে লীন বা মিশে যায়। ভগবান শিব এই অদ্ভুত বর লাভের ইচ্ছা শুনে বিস্মিত হন। কিন্তু আগেই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি রক্ত বিলোচনের প্রার্থনা অনুমোদন করেন। শিবের বর লাভ করে রক্ত বিলোচন দেবতা, ব্রাহ্মণ, সাধু, ভগবৎ ভক্ত, গাভী ইত্যাদির উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করে। সে মুনি ঋষিদের যাগযজ্ঞ এবং বৈদিক বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে বাধা দিতে আরম্ভ করে।

বিশ্বামিত্র মুনি কোন এক কারণে বশিষ্ঠ মুনির বিরোধী ছিলেন। সুযোগ পেলেই তিনি বশিষ্ঠের অনিষ্ঠ করতেন। রক্ত বিলোচনকে তিনি এই কাজে লাগালেন। একদিন বশিষ্ঠ মুনির অনুপস্থিতিতে তার একশত পুত্রকে হত্যার জন্য বিশ্বমিত্র মুনি রক্ত বিলোচনকে প্ররোচিত করেন। তার কথা শুনে রক্তবিলোচন বশিষ্ঠ মুনির শতপুত্রকে হত্যা করে। বশিষ্ঠ মুনি ঐ সময় ব্রহ্মলোকে ছিলেন। মুনির স্ত্রী অরুন্ধতী তখন পুত্রদের মৃত্যুতে শোকে-দুঃখে কান্না করতে করতে বশিষ্ঠ মুনিকে স্মরণ করতে থাকেন। বশিষ্ঠ মুনি তখন দিব্য দৃষ্টিতে তার আশ্রমে কি হয়েছে তা দেখতে পেলেন এবং তাড়াতড়ি সেখানে ফিরে আসেন। কিন্তু শিবের বরে বলবান রক্তবিলোচনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার করতে অক্ষম হলেন। তখন এই অসুরকে ধ্বংসের লক্ষ্যে তিনি শ্রীনৃসিংহদেবের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত প্রার্থনা করতে থাকেন--

প্রহ্লাদ বরদং বিষ্ণুং নৃসিংহং পরদিবতম্।
শরণং সর্বলোকানামাপন্নকারি নিবারণম্।।

ভক্ত বশিষ্ঠকে রক্ষার জন্য তখন গরুড়ের পিঠে চড়ে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব লক্ষ্মীদেবীসহ গোদাবরী নদীর তীরে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। করজোড়ে নৃসিংহদেবের মহিমা কীর্ত্তনের পর বশিষ্ঠ মুনি তাঁর কাছে সাধুদের প্রতি রক্ত বিলোচনের অত্যাচার এবং তার পুত্রদের হত্যার বর্ণনা দেন। শ্রীনৃসিংহদেবের কাছে বশিষ্ঠ মুনি এই প্রার্থনাও করেন যে রক্ত বিলোচনকে হত্যার পর ভগবান নৃসিংহদেব যেন তার আশ্রমে অবস্থান করেন যাতে মুনি সবসময় সেখানে তাঁর অর্চনা এবং আরাধনা করতে পারেন। ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব বশিষ্ঠ মুনির এই আবেদনে সম্মতি প্রকাশ করেন।

এরপর ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে অসুর রক্তবিলোচনকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। রক্ত বিলোচন ভগবানের ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি শুনে সেখানে এগিয়ে আসে। সে ভগবান নৃসিংহদেবকে নিজের সৈন্যসহ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তাঁর দিকে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু ভগবান তাঁর সুদর্শন চক্রদ্বারা রক্তবিলোচনের সমস্ত অস্ত্র এবং আক্রমণ প্রতিহত করেন। যুদ্ধ করতে করতে একসময় রক্ত বিলোচনের দেহ থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে নীচের ধূলিকণা ভিজে যায়। শিবের বর হেতু সেই সময় যত ধূলিকণা রক্তে ভিজেছিল ঠিক ততজন রক্তবিলোচনের সমান শক্তি সম্পন্ন অসুর সৃষ্টি হলো। এই সব অসুরগণ তখন নৃসিংহদেবের বাহন গরুড়দেবকে আঘাত করতে আরম্ভ করে। মহাশক্তিশালী গরুড়দেব তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণ করায় ঐসব অসুর তা সহ্য করতে অক্ষম হয়। কারণ অসুরদের নিক্ষেপিত অস্ত্র গরুড়দেবকে আঘাত করার পূর্বেই ভগবান তাঁর সুদর্শনচক্র দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করে দেন।

যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত করার জন্য তখন ভগবান স্থির করলেন যে রক্তবিলোচনের রক্ত যেন মাটিতে না পড়ে তার

ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য তিনি তাঁর মায়া শক্তির প্রকাশ ঘটালেন। তারপর সুদর্শনচক্র দ্বারা প্রথমে রক্তবিলোচনের দুই হাত কেটে দিলেন। তারপর অপরাপর অসুর সহ রক্ত বিলোচনকে নিহত করলেন। পরে রক্ত বিলোচনের দেহ থেকে নির্গত রক্তের ধারা আর মাটিতে পড়তে পারেনি। কারণ নির্গত রক্তের ধারা ভগবানের মায়াশক্তি ধরে রেখে দেয়।

উপরোক্ত ভাবে রক্তবিলোচনের বিনাশ হলে বশিষ্ঠ মুনি তার আশ্রমে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৩। লিঙ্গস্ফোট নৃসিংহদেব কর্তৃক জনৈক ভক্তকে সংরক্ষণ ঃ বিষ্ণু ধর্মোত্তর গ্রন্থের শেষভাগে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব কিভাবে তাঁর একজন ভক্তের প্রাণরক্ষা করেছিলেন তার বর্ণনা রয়েছে।

বিম্বকসেন নামে এক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি একসময় তীর্থ ভ্রমনে বের হয়ে এক গ্রামে উপস্থিত হন। ঐ গ্রামের অধিপতির এক পুত্রের সাথে তিনি মিলিত হন। তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হয়। গ্রাম অধিপতির পুত্র ছিল শিবের ভক্ত। এই ভক্ত প্রতি রাতে চার প্রহরে চারবার শিবের পূজা করতেন। একদিন হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন সেই ব্যক্তি তার বন্ধু তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে শিবের পূজা করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যুবক বিষ্ণু ভক্ত হওয়ায় বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন দেবতার পূজা করতে রাজী হলেন না। তখন রাগে গ্রাম-অধিপতির ছেলে ব্রাহ্মণ যুবকের প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয়। নিজের প্রাণ রক্ষার তাগিদে তখন ব্রাহ্মণ যুবক শিব পূজা করতে রাজী হলেন। কিন্তু মনে মনে নিজের ইষ্ট দেবের ধ্যান করতে লাগলেন। বন্ধুর সাথে শিব-মন্দিরে উপস্থিত হয়ে শিবলিঙ্গ সমীপে অবস্থান করে ‘‘শ্রীনৃসিংহায় নমঃ’’ --এই মন্ত্র উচ্চারণ করে শিবের মাথায় ফুল অর্পন করলেন। তার উপরোক্ত মন্ত্র শুনে গ্রাম অধিপতির ছেলে রাগে কোপিত হয়ে তলোয়ার দ্বারা সেই ব্রাহ্মণ যুবকের মাথায় আঘাত করে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব শিবলিঙ্গ ভেদ করে আবির্ভূত হন এবং সপরিকর গ্রাম অধিপতির ঐ পুত্রকে বিনাশ করে তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন। শিবলিঙ্গ থেকে বের হওয়ায় এই নৃসিংহ মূর্ত্তিকে লিঙ্গস্ফোট নৃসিংহদেব বলা হয়।

৪। শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদকে কৃপা ঃ শ্রীবিষ্ণু স্বামীর অধঃস্তন শ্রীধর স্বামীপাদ ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের একজন প্রধান উপাসক ছিলেন। তিনি মূলত রুদ্র সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। তবে হরিহরকে অভিন্ন জেনেও তিনি ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনা করতেন। নিজ সম্প্রদায়ের ভক্তদের অনুরোধে ভগবান নৃসিংহদেবের কৃপায় তিনি পরম্পরা অনুসরণ করে শ্রীমদ্ ভাগবতের উপর ভাবার্থ দীপিকা নামক একটি টীকা সংকলন করেন। এই টীকায় তিনি ভেদ-অভেদের সমর্থনে ভক্তিশাস্ত্র এবং জীবের (আত্মার) নিত্যতা এবং জগতের সত্যতা প্রতিপাদন করেন।

ভগবান নৃসিংহদেবের কৃপায় তিনি শ্রীবিষ্ণু স্বামীর সর্বজ্ঞ সূত্রের প্রমাণ উদ্ধার করেন। আবার বিষ্ণু পুরাণের টীকা রচনা করে তিনি শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদের মত খণ্ডন করে শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ভাবার্থ দীপিকায় তিনি ভক্তি, ভগবান এবং ভক্তের নিত্যতা, জীব এবং ঈশ্বরের পার্থক্য, মুক্তির প্রাসঙ্গিকতা, নির্ভেদ মুক্তির নিন্দা এবং শ্রবণ, কীর্ত্তন ইত্যাদির মাধ্যমে ভক্তি পথের নিত্যতা প্রমাণ করেন। এসব কিছুই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায়। ভাবার্থ দীপিকার প্রথমেই তিনি তাই বলেছেন--

বাগিশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিদ্ তং নৃসিংহমহং ভজে।।

‘‘বাগদেবী সরস্বতী যাঁর বদনে, লক্ষ্মী যার বক্ষস্থলে এবং সম্বিৎ (জ্ঞান) শক্তি যাঁর অন্তরে বিরাজমান, সেই নৃসিংহদেবকে আমি ভজনা করি।

শ্রীনৃসিংহদেবের একজন একান্ত উপাসক এবং ভক্তিমার্গের সংরক্ষক বলে শ্রীধর স্বামীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদ্‌গুরুর আসন প্রদান করেছেন।